25

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষার ফল বিপর্যয় প্রসঙ্গে

দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর কাজের ভিতর প্রায় প্রতি বছরই কিছু কিছু বড় মাপের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনিয়ম লক্ষ্য করেই বিশেষজ্ঞ মহল যা অনুমান ও সন্দেহ করে আসছিলেন, অবশেষে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা বোর্ডের গত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিপর্যয় সম্পর্কে গত সোমবার দৈনিক 'জনকণ্ঠ' বোর্ড কর্তৃপক্ষের সীমাহীন গাফিলতি এবং পরীক্ষকদের চরম দায়িত্বহীনতার কথা উল্লেখ করে জানায় যে, মাত্র চারজন শিক্ষকের ভুলের কারণেই এবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ফল প্রকাশের বিভ্রান্তির কারণে দেশের ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

ঢাকা বোর্ডের ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভোগান্তি ছাড়াও বোর্ড ইংরেজী ২ পত্রে সকলকে ৩৮ নম্বর প্রদান করে সমস্ত পরীক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব ও ভাবমূর্তিকে বিলীন করে দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার বিরাজমান নৈরাজ্যকে আরও অতলে টেনে নামিয়েছে।

এ সম্পর্কে 'জনকণ্ঠ' যে তথ্য দিয়েছে তাতে উল্লেখ আছে ৪ জন শিক্ষক যারা ইংরেজী ২ পত্রের ৪ সেট প্রশ্নের সঠিক উত্তরপত্র তৈরি করার দায়িত্বে ছিলেন তারাই ১১টি প্রশ্নের ভুল উত্তর চিহ্নিত করেছিলেন। আর এই ভুল চিহ্নিত উত্তর কম্পিউটারকে দিয়েও ভুল করানো হয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ গড়ে সকলকে ৩৮ নম্বর দিয়ে তড়িঘড়ি ফল প্রকাশ করে বিভ্রান্তির চরম প্রকাশ ঘটিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, বর্তমানে নতুন পদ্ধতি যথা কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষার খাতা যাচাই করা হয়েছে। ইতোপূর্বে পরীক্ষার খাতা যাচাই নিয়ে নানা বিভ্রান্তি এবং প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে নানা কারসাজির ঘটনা ঘটায় কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোনরূপ ঘাপলা হবে না বলে আশ্বস্ত হয়েছিল কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত চারজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের অজ্ঞতার কারণে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কেও জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য ৪জন শিক্ষক যাদেরকে ইংরেজী ২ পত্রের প্রশ্নের সঠিক উত্তর চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাঁরা শিক্ষক হয়ে কি করে ভুল উত্তর চিহ্নিত করলেন তা বোধগম্য হয় না। এদের শিক্ষক হিসাবে নিজেদের কি করে পরিচয় দিয়ে থাকে তা বলা মুশকিল। তারা যেভাবে কর্তব্যের প্রতি অবহেলা ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই। কারণ এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে দিনের পর দিন সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে, বলা যায় এহেন তথাকথিত শিক্ষকরাই তার জন্যে অধিক মাত্রায় দায়ী। তবে একথাও ঠিক, এসএসসি পরীক্ষার ফল নিয়ে যে ঘাপলা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে কেবলমাত্র এই চারজনকে দায়ী করে, সকল দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যাবে এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। কারণ, চারজনকে দায়ী করলেও সমগ্র দায়-দায়িত্ব যে ঢাকা বোর্ডের সে কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না।

আমাদের জানা মতে, দেশে কোন শিক্ষা বোর্ড এ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে এমন নজির পাওয়া যাবে না। দেশের চারটি বোর্ডই পরীক্ষার ফল নিয়ে, প্রশ্নপত্র নিয়ে এবং নম্বর নিয়ে ঘাপলা করেই আসছে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা বোর্ড আধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটারকে দিয়েও অভিনব ঘাপলা সৃষ্টি করে যে নজির স্থাপন করেছে তাতে আধুনিক বিজ্ঞানকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড খাতা নতুন ভাবে মূল্যায়ন করে শীঘ্রই তা পুনঃপ্রকাশ করবে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত ফল যাতে সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় তা অবশ্যই করতে হবে। না হলে পুণঃ ফল প্রকাশে যেন আবার নতুন কোন বিপর্যয় সৃষ্টি না হয় তার দিকে যত্নবান হতে হবে।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে পরীক্ষার ফল নিয়ে কোন অবস্থায়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ নেই। তা কম্পিউটার পদ্ধতি হোক বা আরও কোন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই হোক। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্র জাতি যে পিছিয়ে আছে সে কথা অন্ততপক্ষে এদেশের শিক্ষক সমাজের কাছে অজানা নেই। তাই দেশের শিক্ষা বিস্তারে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে অতীতের সকল প্রকার গাফিলতি ও অনিয়ম ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে এটাই দেশবাসী আশা করে। এবারের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে সৃষ্ট বিপর্যয়ে ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনেও বিপর্যয় এনেছে তার মূল কারণ অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট ৪ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তি বিধান করা আবশ্যক বলে মনে করি। না হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তা কোন দিন দূর হবে না।